# প্রাণের কথা

( সংগীতের মাধ্যমে জ্ঞান ও ভক্তি সাধনা )

দ্বিতীয় সংস্করণ

স্বামী ওঁকারানন্দ

ব্রহ্মময়ীনগর সাধন কুটির আশ্রম
গ্রাম-ব্রহ্মময়ীনগর (আমজোড়া)
পোঃ-লাখরা, জেলা-পুরুলিয়া (পঃ বঃ)
পিন-৭২৩১৫১

প্রকাশক ঃ—
স্বামী মুক্তি আনন্দ
সহ-সভাপতি, ব্রহ্মময়ীনগর সাধন কুটির আশ্রম।
গ্রাম-ব্রহ্মময়ীনগর ( আমজোড়া ), পোঃ-লাখরা
থানা-পুঞ্চা, জেলা-পুরুলিয়া ( পঃ বঃ )
পিন-৭২৩১৫১

মুদ্রাকর ঃ- বি, জি, প্রিন্টার্স, বরাকর।

মূল্য— ১০ টাকা

# প্রকাশকের নিবেদন

প্রাণের কথা' প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত সমস্ত পুস্তক বেশ কয়েক বৎসর আগেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। আর্থিক ও অন্যান্য অসুবিধার জন্য 'দ্বিতীয় সংস্করণ' প্রকাশে বিলম্ব হল। যাহা হউক—পরম করুণাময়ী শ্রীশ্রী ব্রহ্মময়ী মায়ের কৃপা ও শ্রীগুরু আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণ করে 'প্রাণের কথা' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে ব্রতী হলাম।

পরমপূজ্যপাদ শ্রীশ্রীগুরুদেব—শ্রীমৎ স্বামী ওঁকারানন্দজী মহারাজের সাধন জীবনে যে সব ভাব ও অনুভূতি বিভিন্ন সময়ে তাঁর প্রাণে জেগেছিল তিনি ঐ ভাবগুলি ভাষা ও সুরে প্রকাশ করেছেন—এজন্য পুস্তকটির নাম 'প্রাণের কথা' দেওয়া হয়েছে।

এই পুস্তকে 'শ্রীশ্রী ব্রহ্মময়ী মা বিষয়ক' মাত্র ৭টি গান দেওয়া হল। 'ব্রহ্মময়ী মা দ্বিতীয় সংখ্যা' পুস্তকে মায়ের বিষয়ে ২৪টি গান প্রকাশিত হয়েছে। মাতৃভক্তগণ ঐ পুস্তক দেখুন।

স্বামী ওঁকারনন্দ রচিত এই পুস্তকে প্রকাশিত প্রতিটি গান তিনি তাঁহার নিজের ভাবে সুর ও তাল যুক্ত করে গেয়েছেন। তাঁহার শ্রীমুখে গাওয়া ঐ গানগুলি আমরা অনেক বার শুনে ধন্য হয়েছি। তিনি বলেন 'যদি গুনীজন, আমার এই গানগুলির ভাষা বজায় রেখে তাঁদের মনো-মতো সুর-তাল যুক্ত ক'রে আরও সুন্দর ক'রে গানগুলি গাই'তে পারেন তবে আমার কোন আপত্তি নাই— বরং সুখীই হ'ব।

শেষ বক্তব্য—এই পুস্তকে প্রকাশিত প্রতিটি গান জ্ঞান ও ভক্তি রসে পরিপূর্ণ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জ্ঞান ও ভক্তি পথের পথিক মাত্রেই এই গানগুলি গেয়ে বা শুনে পরম তৃপ্তিলাভ করবেন ও লাভবান হবেন।

নিবেদক—
শ্রীগুরু চরণাশ্রিতা—
স্বামী মুক্তি আনন্দ ( সহ-সভাপতি )
ব্রহ্মময়ী নগর সাধন কুটির আশ্রম
গ্রাম - ব্রহ্মময়ী নগর ( আমজোড়া )
পোঃ-লাখরা, জেলা-পুরুলিয়া ( পঃ বঃ )
পিন্ - ৭২৩১৫১

# সূচিপত্র


'ক' বিভাগ :—
ব্রহ্মময়ী মা ( ব্রহ্মজ্ঞমা ) বিষয়ক গান।
১ নং—৭ নং গান।

'খ' বিভাগ :—
শ্যামাসংগীত।
৮ নং—৩০ নং গান।

'গ' বিভাগ
জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক ও দেবদেবী বিষয়ক গান।
৩১ নং—৫২ নং গান।

'ঘ' বিভাগ :—
বিবিধ সংগীত।
৫৩নং—৭২ নং গান

'ঙ' বিভাগ :—
মিশ্র ভাটিয়ালী ও বাউল সুরের গান।
৭৩ নং—৮২ নং গান।

## 'ক' বিভাগ ব্রহ্মময়ী মা (ব্রহ্মজ্ঞমা) বিষয়ক সঙ্গীত

### ইমন / একতাল

জয় মা জননী — জয় মা জননী
ব্রহ্মজ্ঞ মাতাঠাকুরানী।
তব বন্ধন মোচন কারণ
গুরু নারায়ন মাতৃ রূপীনি॥
বন্দনা করি আজি জোড় করে
করগো জননী আশীষ আমারে।
ভব মায়া জাল করিয়া ছেদন
লভি যেন তব চরণ তরনী॥

—o—

### বেহাগ / ত্রিতাল

হৃদয় মন্দিরে এস মা — কাদম্বিনী
ব্রহ্মজ্ঞমা - ব্রহ্মস্বরূপিনী॥
ভুলেছিনু খেলা ঘরে — তাই বুঝি অভিমান।
এবে খেলা ভেঙ্গে গেছে — ব্যাকুলিত মনপ্রান
তোমার ও পদছায় — পেতে মন সদা চায়।
ভকতি বেদীর মূলে — কাঁদি দিন যামিনী॥

## কাফি / ঝাঁপতাল

হৃদয়েরি মহাতৃষা — মিটাও মা ব্রহ্মময়ী ।
তৃষিত চাতক সম — দিবানিশি ডাকি আমি ॥
চাতকের জল তৃষা — মিটে কি মা অন্য জলে ?
মম হৃদয়ের তৃষা — মিটিবেনা তোমা বিনে ॥
জীবনের সন্ধ্যাকালে—রাখ মোরে তব কোলে ।
দিওনা দিওনা মাগো—ঠেলিয়া কালের কোলে ॥
জ্ঞান-ভক্তি দুই করে—রব তব পদ ধরে ।
ফেলিবে কেমনে বল—জননী গো স্নেহময়ী ॥

—●—

## ভৈরব / ত্রিতাল

জাগো গো, জাগো গো, জননী — মা ব্রহ্মময়ী ।
তুমি না জাগিলে মাগো — পোহাবে না রজনী ॥
তুমি জাগিলে ভাঙ্গে — ব্রহ্মা বিষ্ণুর ঘুমঘোর ।
তুমি জাগিলে জাগে — পূবাকাশে দিবাকর ॥
তুমি যদি ঘুমে থাকো — এ ব্রহ্মাণ্ড জাগে নাকো ।
তোমারি প্রকাশে মাগো— প্রকাশিত ধরনী ॥
প্রাণ রূপে তুমি জাগো— হৃদাকাশে সবাকার ।
কভু তুমি রূপ ধর — কভু তুমি নিরাকার ॥
তুমি জাগিলে জাগে — এ ব্রহ্মাণ্ড নবরাগে ।
জাগো মা, নাশিয়া মোর— মহামোহ রজনী ॥



## কাফি- সিন্ধু / দাদরা

চরণে প্রনমী ওমা কাদম্বিনী
ব্রহ্মাণ্ড ঠাকুরানী ॥
তুমি মা ইশ্বরী — সগুন রূপেতে
শুদ্ধ ব্রহ্ম তুমি — নির্গুন ভাবেতে ॥
তুমি সারাৎসার — সর্ব্বমূলাধার
পূর্ন ব্রহ্ম তুমি মাতৃ রূপিনী ॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব দেবগন যত
তোমার বিভাব বেদের এই মত ।
নাম রূপ আদি — তব মায়া জাত
মায়াতীতা তুমি — ব্রহ্মরূপিনী ॥
করি গো প্রণতি — আজি জোড় করে
তব পদে স্থান দিওগো আমারে ।
ভ্রমর যে মতি — সরোজে গুঞ্জরে
ওঁকার ভ্রমর (তব) চরণে জননী ।

—●—

## মিশ্রমুর / একতাল

মাতৃ চরণ কমল মধুপানে, মন ভ্রমর মাতোয়ারা ।
থেমে গেছে তার গুঞ্জন ধ্বনি, আপনি আপনা হারা ॥
ভকতি রবির কিরণ ছটায়, চরণ কমল কুসুম ফোঁটায় ।
মধুর গন্ধে প্রাণ ভরে যায়, মজে অনুরাগী যারা ॥
আনন্দ ধরে না এ হৃদয়ে আর, সীমাহীন তার নাই পারাবার ।
প্রেমানন্দে ডুবি - ভাসি বার বার—ওঁকার আনন্দে হারা ।

## কাফি / ঝাঁপতাল

হৃদয়েরি মহাতৃষা — মিটাও মা ব্রহ্মময়ী ।
তৃষিত চাতক সম — দিবানিশি ডাকি আমি ॥
চাতকের জল তৃষা — মিটে কি মা অন্য জলে ?
মম হৃদয়ের তৃষা — মিটিবেনা তোমা বিনে ॥
জীবনের সন্ধ্যাকালে—রাখ মোরে তব কোলে ।
দিওনা দিওনা মাগো—ঠেলিয়া কালের কোলে ॥
জ্ঞান-ভক্তি দুই করে—রব তব পদ ধরে ।
ফেলিবে কেমনে বল—জননী গো স্নেহময়ী ॥

—●—

## ভৈরব / ত্রিতাল

জাগো গো, জাগো গো, জননী — মা ব্রহ্মময়ী ।
তুমি না জাগিলে মাগো — পোহাবে না রজনী ॥
তুমি জাগিলে ভাঙ্গে — ব্রহ্মা বিষ্ণুর ঘুমঘোর ।
তুমি জাগিলে জাগে — পূবাকাশে দিবাকর ॥
তুমি যদি ঘুমে থাকো — এ ব্রহ্মাণ্ড জাগে নাকো
তোমারি প্রকাশে মাগো— প্রকাশিত ধরনী ॥
প্রাণ রূপে তুমি জাগো— হৃদাকাশে সবাকার ।
কভু তুমি রূপ ধর — কভু তুমি নিরাকার ॥
তুমি জাগিলে জাগে — এ ব্রহ্মাণ্ড নবরাগে
জাগো মা, নাশিয়া মোর— মহামোহ রজনী ॥

## কাফি- সিন্ধু / দাদরা

চরণে প্রনমী ওমা কাদাম্বনী
ব্রহ্মাণ্ড ঠাকুরানী ॥
তুমি মা ইশ্বরী — সগুন রূপেতে
শুদ্ধ ব্রহ্ম তুমি — নির্গুন ভাবেতে
তুমি সারাৎসার — সর্ব্বমূলাধার
পূর্ন ব্রহ্ম তুমি মাতৃ রূপিনী ॥
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব দেবগন যত
তোমার বিভাব বেদের এই মত
নাম রূপ আদি — তব মায়া জাত
মায়াতীতা তুমি — ব্রহ্মরূপিনী ॥
করি গো প্রণতি — আজি জোড় করে
তব পদে স্থান দিওগো আমারে ।
ভ্রমর যে মতি — সরোজে গুঞ্জরে
ওঁকার ভ্রমর (তব) চরণে জননী ।

—●—

## মিশ্রমুর / একতাল

কমল মধুপানে, মন ভ্রমর মাতোয়ারা ।
থেমে গেছে তার গুঞ্জন ধ্বনি, আপনি আপনা হারা ॥
ভকতি রবির কিরণ ছটায়, চরণ কমল কুসুম ফোঁটায় ।
মধুর গন্ধে প্রাণ ভরে যায়, মজে অনুরাগী যারা ॥
আনন্দ ধরে না এ হৃদয়ে আর, সীমাহীন তার নাই পারাবার ।
প্রেমানন্দে ডুবি - ভাসি বার বার—ওঁকার আনন্দে হারা ।

## মিশ্রমালগুঞ্জ / দাদ্‌রা

(আমি) আনন্দেরি সাগর পারে — ঘর বেঁধেছি ভাই।
(সেথা) আনন্দেরি বহে বাতাস — নিরানন্দ নাই ॥
সাগর জলে সিনান করি— সাগরের জল পান করি।
সাগর পারে ফলের বাগান — সে বাগানের ফল খাই ॥
সাগরেরি অতলতলে — প্রবাল মনি মুক্তা মিলে।
ডুবে যেয়ে সাগর তলে — কুড়িয়ে আমি আনি ভাই।
— — আমার সাথী — একটি কথা বলে রাখি।
হৃদে রাখি — এগিয়ে তুমি এস ভাই ॥

—●—

*'খ' — বিভাগ — শ্যামাসঙ্গীত*

## দুর্গা / তেওড়া

দুঃখ হরণ কর বলে — দুঃখ হারিণী নাম।
ত্রিতাপ তাপে সদা মাগো — দহে আমার প্রাণ ॥
আধিভৌতিক, আধিদৈবীক, আধ্যাত্মিক, এই ত্রিবিধ দুঃখ ॥
সদা দহে হৃদয় আমার — আর সহিতে পারি নাকো ॥
ডাকি তোরে দান তারিনী — নাম তোমার দুঃখ হারিনী।
ওঁকারের হবে দুঃখ — রাখ নামের মান ॥



## সাহানামিশ্র / ঝাঁপতাল

কেন তুমি এলোকেশী — উলঙ্গিনী নেচে ফের।
ত্যজি মনিময় পুরে — শ্মশানে মশানে ঘোর ॥
শনিত খড়্গ করে — মুণ্ডমালা গলে ধরে।
ভীষণা ভয়াল রূপা — দেখে হৃদি কাঁপে মোর ॥
দেখ্‌ গো মা আঁখি মেলে — কেবা আছে পদতলে
পতি রেখে পদ তলে — এ'কি মাগো লীলা তোর ॥
শোন গো মা ভয়ঙ্করী — ও রূপ হেরিতে নারি।
স্নেহময়ী রূপ ধরে — ওঁকারে মা কোলে ধর ॥

—●—

## কাফি-সিন্ধু / যৎ

মনের বাসনা শোন বলি শ্যামা — তব পদ ছাড়া করোনা মা।
অন্তিম সময়ে যেন পাই মাগো — তব কৃপাপদ বিছানা-মা ॥
অহরহ যেন ডুবি তব ভাবে — সম্পদে বিপদে, স্বভাবে অভাবে।
মন যেন কাঁদে তব অনুরাগে— আর যেন কিছু চাহেনা-মা ॥
জড় ও চেতন, সর্ব্ব দেশ কালে— তুমি আছ মাগো লোকে বেদে বলে
তোমার মহিমা, কে করিবে সীমা — চরণে শরণ দিওগো মা ॥

—●—

## ভৈরবী / একতাল

ভেঙ্গে দাও মোর আমি অভিমান — ধূলিসম কর মোরে মাগো,
ধূলিসম কর মোরে ॥
যাহা নই আমি তাহা ভাবি মনে — ঘুড়িয়া বেড়াই বৃথা অভিমানে।
সেই অভিমান, কর খান খান — তোমার অসির ধারে—
ধূলি সম কর মোরে ॥
ভাবি নাই মনে, ধন জন মান — হয় ক্ষনস্থায়ী বিদ্যুৎ সমান।
করগো আমারে ধূলার সমান — মিশাও ধূলার পড়ে ॥
ধূলি সম কর মোরে ॥

## কাফি / ত্রিতাল

মা নাম সদা জপ রসনা — রে আমার ।
ছাড়রে বিষয় তৃষা — অনিত্য বাসনা ॥
সংসার মায়া জালে — পড়িও না কুতুহলে,
সে যে ভরা প্রলোভনে — মরিচিকা ছলনা ।
জনম গেল কত — শত শত অগনিত,
ভোগ করিলে কত — তবু আশা মিটে না ॥
এ দীন ওঁকার বলে — কাদা দিয়ে কোন কালে,
কাদা ধোওয়া যায় কিরে — ভেবে কেন দেখ না ।
বৃথা চলে যায় দিন — তনু মন হল ক্ষীন,
এই দেহ চিরদিন — কভু কারো থাকে না ॥

—●—

## কাফি / দাদ্‌রা

মাগো, কৃপাকর ওঁকারে ।।
কুসন্তান যদি জননীরে কি ভোলে—জননী কি ভোলে তারে ॥
মরম বেদনা কি জানাবো মাগো—মা হয়ে তুমি তাকি জান নাগো ॥
সহিতে না পরি এ ভব যাতনা—নাও কোলে তুলে মোরে ॥

—●—

## গৌরসারং / ত্রিতাল

চরণে শরণ দিও মাগো — মোরে ।
বিষয় মদিরা পানে — ভুলাইও নাগো ॥
ভুলায়েছ বহুবার — আর কি ভুলি এবার ।
এবারে তোমাকে পেলে — ছেড়ে দিব না গো ॥
ওঁকার চিতে আশ — করোনা ভোগের দাস ।
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালি — হৃদে সদা জাগো ॥



## বাগেশ্রী / ত্রিতাল

জপ মন অবিরাম — মায়েরি মধুর নাম ।
দূরে যাবে ভব জ্বালা — সিদ্ধ হবে মনস্কাম ॥
মা-নামের মহিমা এত — যে জেনেছে বিধিমত ।
ভোগসুখ চাহে নাতো — হয় যোগী প্রাণারাম ॥
মা-নাম করেছে সার — ওঁকার এইবার ।
মাতৃনাম সদা মুখে আঁখি ঝরে অবিরাম ॥

—●—

## মালগুঞ্জ / ত্রিতাল

যদি, এলি গো উমা — আমার ঘরে ।
আর ক'টা দিন থাক্ পাষানী — যাস্‌নে চলে এমন করে ॥
ভোলা যদি রাগে তোকে — লোক পাঠিয়ে বুঝাব তাঁকে ।
পাঠিয়ে আমি দেব উমাকে — আর ক'টা দিন পরে ॥
ভোলার আছে অনেক চেলা — তা'রা করবে তাঁর দেখাশোনা ।
কোন চিন্তা মনে রেখো না — থাকো মা আনন্দ করে ॥

—●—

## কাফি / একতাল

তারা তোরে ডেকে ডেকে — নিশিদিন মোর কাটে মা ॥
দিনে দিনে আঁখি হয় জ্যোতিহীন — তনুমন মোর হয়ে এল ক্ষীণ ।
হয়ে আছি যেন, জল ছাড়া মীন — তোর দরশন বিনে মা ॥
মনে ছিল মোর অতিবড় আশ — তোর শ্রীচরণে হ'ব আমি দাস ।
ঘেরে আসে শুধু কেবলি নিরাশ — পাব কিনা দেখা পাব না,মা ।।
কেবা দিল তোরে দয়াময়ী নাম — নাহি জানি তোর সব গুণগ্রাম
আমি হলে তোর নাম রাখিতাম — পাষানে গড়া প্রাণ-মা ।।

## জয় জয়ন্তী / একতাল

জান যদি তারা এত দুঃখ পাব, তবে কেন মাগো পাঠালে ধরায় ॥
কেঁদে কেঁদে মোর দিন কাটে হায়, তবুও এ কাঁদা না ফুরায় ।
তুমি মা জননী এমন পাষানী, সন্তান দুঃখে ফিরে নাহি চাও ॥
সংসার হ্রদে হাবুডুবু খাই, পার হব কিসে ভাবিয়া না পাই ।
ডাকি মা কাতরে দীন তারিনী, ওঁকারে তুলে লহ মা ত্বরায় ।

## ইমন / একতাল

মাতৃ চরণ তরনী করিয়া — ভবনদী পাড়ি দেরে ভাই ।
মন মাঝি তুমি ধরে থাক বসে — হাল খানি কোন চিন্তা নাই ।
যদি ওঠে ভাই কাম রূপী ঝড় — ষড় রিপু আদি করি তা'তে ভর
ভয় কি আমার লয়েছি শরণ — রিপুর শাসন যথায় নাই ॥
মায়েরি চরণ যে লয় শরণ — তার কাছে কভু ঘেসেনা শমন ।
মাতৃ করুণা লভিয়া ওঁকার — নিশ্চিন্তে কাল কাটিছে তাই ।

## মিশ্র কাফি / দাদ্‌রা

নিশিদিন ভাবরে মন — মায়ের দুটি অভয় চরণ ।
মায়ের ঐ অভয় চরণ সার করেছে — ব্রহ্মাবিষ্ণু মদন মারণ ॥
মায়ের ঐ অভয় চরণ যে করে সার — অভাব তাহার রহে না আর
স্বভাব স্থিতি লভি যে সে — দূর করে দেয় জন্ম মরণ ॥
ওঁকারের এই মিনতি — হৃদয়ে তার কর স্থিতি ।
থাকি তার হৃদয় দেশে, আপন বেশে — দূর করে দাও জন্ম মরণ ।



## মিশ্র ভৈরবী / কাফা

চোখের জলে দাও ভিজিয়ে — মায়ের দুটি রাঙ্গা চরণ ।
মনের জবা তারি সাথে — মনের সাধে পূজরে মন—
মায়ের দুটি রাঙ্গা চরণ ॥
দূর করে দাও সব বাসনা — পূজরে মন শবাসনা ।
পূরবে মনের সব কামনা — দূরে যাবে জনম মরণ—
মায়ের দুটি রাঙ্গা চরণ ॥

—●—

## ভৈরবী / দাদ্‌রা

মাগো, আশা আমার, ছিল যে মনে—
ফুলের মত জীবন আমার, দিব ডালি তোমার চরণে ॥
যতই দিন যায় গড়িয়ে — ততই মোরে মায়াতে ঘেরে ।
সেই সে বাঁধন কেটে মাগো — তোমার কাছে যাব কেমনে ॥
মায়ায় ঘেরা বসুন্ধরা — সেই সে মায়া তুমিই তারা ।
তুমি কৃপা না করিলে — মায়ার বাঁধন কাটি কেমনে ॥

—●—

## মিশ্র ভৈরবী / দাদ্‌রা

কালো রূপে এত আলো — আর তো দেখি নাই ।
মায়ের চরণ তলে ভোলা — বুক পেতেছে তাই ॥
কে বলেরে মায়ের বরণ কালো—
ঐ রূপেতে বিশ্বভুবন হ'য়ে আছে আলো ।
কোটি সূর্য্য-চন্দ্র-তারা হ'ল জ্যোতি হারা—
মায়ের এমন রূপের জ্যোতি, যার তুলনা নাই
মায়ের চরণ তলে ভোলা — বুক পেতেছে তাই ॥

বনে কত ফুটিল কুসুম — মায়ের পূজার তরে।
আগমনী গায় ভ্রমরা-ভ্রমরী — বিবিধ ছন্দ সুরে॥
আল্‌তা পরাবে মায়ের চরণে — এই অভিলাস লয়ে মনে মনে।
আল্‌তা বরণ তরুণ তপন — পুরব গগনে ভাই—
মায়ের এমন রূপের জ্যোতি — যার তুলনা নাই॥

—●—

## মিশ্রমালকোষ / দাদ্‌রা

তুমি ব্রহ্মময়ী নির্গুনা-সগুণা — ত্রিবিধ চরিতে হ'য়ে প্রকাশ।
বিনাশ করিলে দুঃষ্ট অসুর কুলে — জগতমুক্ত অসুর ত্রাস॥
মহাকালী, মহা-লক্ষী সরস্বতী — চণ্ডী তোমার ত্রিবিধ মূরতী।
তুমি মহাশক্তি, তুমি মহামূক্তি — ত্রিবিধ দুঃখ কর মা নাশ॥
তুমি ব্রহ্মময়ী দুর্গতি নাশিনী — জনম মরণ দুঃখ নিবারণী।
মুক্তিপদ দান কর, মা ওঁকারে — পুরাও তাহার মনের আশ॥

—●—

**— 'গ, বিভাগ — জ্ঞান, ভক্তি বিষয়ক সংগীত**

## দেশ / একতাল

ঘুচাও আমার মনের কালিমা — আলোক করগো দান।
পূর্ণ করহে হৃদয় আমার ভকতি করিয়া দান॥
কলুষ কালিমা যাহা কিছু সব — আছে মোর মন মাঝে।
দূর করে তাহা স্থান দাও তব — শ্রীচরণ পঙ্কজে॥
দূর কর পাপ অতি জঘন্য — তোমা ছাড়া যেন না জানি অন্য
পবিত্র করে তুলে নাও মোরে — তব কোলে ভগবান॥



## খাম্বাজ / একতাল

বীনাপানী বিদ্যা রূপিণী — অবিদ্যা ঘোর তমস নাশিনী॥
শুক্লা পঞ্চমী মাঘে মাসে — সন্তান মাগো মাগে তব পাশে।
বরদে জননী হংস বাহিনী — অবিদ্যা নাশ মহেশ নন্দীনী॥

—●—

## ছায়ানট / একতাল

ভজরে মম শ্রীগুরু চরণ — ভবজ্বালা দূরে যাবে॥
দুস্তর অপার ভব পারাবার — গুরু বিনে আর কেবা করে পার।
ভজ মূঢ় মন তাঁহার চরণ — পরম শান্তি পাবে॥
গুরু দত্ত নামের তরণী করিয়া — গুরু কৃপা বায়ে পাল তুলে দিয়া।
নির্ভয়ে চল তরণী বাহিয়া — ভব পারাবারে যাবে॥

—●—

## পুরবী / একতাল

বেলা গেল ডুব্‌ল রবি — সাঙ্গ করে ফেল খেলা॥
খেলে নানা রংয়ের খেলা —সকাল হতে গেল বেলা।
যত খেলি ততই খেলায় — খেলায় শুধু বাড়ে জ্বালা॥
তাই বলি মন থাক্‌তে বেলা — সাঙ্গ করে ফেল খেলা॥
অসময়ে খুঁজলে পরে — মিল্‌বে নাকো পারের ভেলা॥

## পুরবী / একতাল

বেলা যায় ওগো বেলা যে যায় — তুমি এখনো এলেনা হায়।
আমি বসে একাভবনদী পারে — পার হ'ব এই আশায়॥
ডাকি প্রাণপনে ওহে কাণ্ডারী — দয়াকর মোরে দয়াল শ্রীহরি।
অধমে তারণ কর কৃপাকরি — স্থান দাও তব চরণ নায়॥

—●—

## কাফি / যৎ

ভেবে দেখ মন কে তোর আপন — কে বা তোরে ভালবাসে॥
জগতের যত ভালবাসা — পেছনে রয়েছে লাভের আশা।
দারাসুত সব স্বার্থের ভাগী — বাঁধে মিছে মায়া পাশে॥
যখন প্রাণ যায় এ দেহ ছাড়ি — ভয়ে তব পাশে নাহি যায় নারী।
আমার কিবা হবে, কিবা রেখে গেলে — বলি নয়ন জলে ভাসে॥
যে জন তোমার নিত্য বন্ধু — (ওমন) তাঁর মাঝে তুমি রচিলে সিন্ধু
লভিলে যাঁহার কৃপাবিন্দু — মহাযম ভয় নাশে।
কে বা তোরে ভাল বাসে॥

—●—

## কাফিসিন্ধু / যৎ

আমার যা কিছু সকলি তোমার — মিছে অভিমানে মরি॥
আমিও আমার করি নিশিদিন — বিবেক বিচার বৈরাগ্য বিহীন।
কে-ইবা আমার, আমিই বা কার — কভু নাহি মনে করি॥
ডুবে আছি আমি, মহামোহ হ্রদে — বিষয় সম্ভোগে, আমোদে প্রমোদে॥
যাঁহার কৃপায় পেনু এসকল — তাঁহারে গেনু পাশরি॥
ওঁকার মিনতি প্রভু তব পদে — চরম সময়ে স্থান দিও পদে।
ভেঙ্গে দিও মোর আমি অভিমান — নিও মোরে তব করি॥



## বেহাগ খাম্বাজ / একতাল

আমার, নিজেরে জানা হল না॥
দিনে দিনে মোর দিন চলে যায় — এ'ছাড় সংসারে তবু মন ধায়।
গুরু কৃপা করে দিলেন তত্ত্বজ্ঞান — মূঢ় মন তাহা নিল না॥
অন্তিমে এখন কররে স্মরণ — পরম কারণ শ্রীগুরু চরণ।
গুরু কৃপা বিনে ঘোচেনা অজ্ঞান — তত্ত্বজ্ঞান কভু ফোটে না॥

—●—

## জয় জয়ন্তী / দাদ্‌রা

সুন্দর জগ ছবি — কে রেখেছে বল আঁকি॥
জান কি তাঁহার নাম — লোকে বলে ভগবান।
সুন্দর ঘন শ্যাম — সদা হৃদয়েতে রাখি॥
সুন্দর ছবি খানি — যে আঁকিল তুলি টানি।
আকাশে বাতাসে বাজে — তাঁরি মধুর বাঁশী॥

—●—

## তিলোক কামোদ একতাল

কি দিয়ে তোমারে পূজিব গো আজি
বুঝিতে না পারি আমি॥
পত্র পুষ্প আদি বারি সহযোগে — তুলসী চন্দন নৈবেদ্য ও ভোগে।
বিবিধোপচারে সাজায়ে তোমারে — পূজিলে, পাব কি স্বামী॥
চারিদিকে খুঁজি পূজা উপাচার — যাহা দেখি সব, সকলি তোমার।
কি করিব হায়, ভাবিয়া না পাই — তুমি তো অন্তরযামী॥

## মিশ্রমল্লার / ত্রিতাল

হৃদয় দুয়ার আজি বন্ধ কেন—
এসেছে অতিথি বরণ কর তাঁরে
দুয়ার খোল, মুখ মলিন কেন ॥
হৃদয় আসনে বসাও তাঁরে
প্রাণের যত ব্যথা বলোগো তাঁরে ।
ব্যথার ব্যথী সে যে, সবার হৃদয় মাঝে
তাঁহারে জানাতে দুঃখ লজ্জা কেন ।

—●—

## বাহার / ত্রিতাল

কে বলে তাঁরে অন্তরে— বাস যাঁর সদা জীবের অন্তরে ।।
ভকত হৃদয় সদা হেরে তাঁরে— অভকত জন হেরে তাঁরে দূরে ।
সদা প্রকাশিত তিনি যে ওরে— ভকত হৃদয় মন্দিরে ।।
প্রেমের ফুলেতে মালাটি গাঁথিয়া— ওঁকার চিত ভাবেতে মজিয়া ।
প্রিয়তম গলে দিবে পরাইয়া— এ বাসনা সদা অন্তরে ।।

—●—

## আড়ানা / জলদ ত্রিতাল

আলো জ্বালো, আলো জ্বালো— জ্বালো জ্বালো আলো মন্দিরে ।
দিবা অবসান হল ধীরে ধীরে - আঁধার আসে ঘিরে ।।
শত দিকে শত জ্বলিল প্রদীপ— শত দিক করে আলো ।
ভকত কণ্ঠে সুমধুর গীতি— শ্রবনে লাগিল ভাল ।।
কে আছ কোথায় আর্ত্তপীড়িত— মুমুক্ষু জন ওরে—
দিবা অবসানে ভকতি প্রদীপ জ্বালো জ্বালো নিজ অন্তরে ॥



## ইমন / একতাল

আমার আমিরে ডুবাও তোমার — ভূমা আমির মাঝারে।
ক্ষুদ্র আমির অহমিকা যেন — ডুবে মরে ভূমা সাগরে ॥
আমি ও আমার এই অভিমান ভবজ্বালা আর দুঃখের নিদান।
ডুবাও আমার সেই অভিমান — তোমার ভূমা সাগরে ॥
ক্ষুদ্র নদীর ক্ষীণ জলধারা — সাগরে মিশিয়া হয় নিজ হারা।
ওঁকার চিত ক্ষীণ জলধারা — মিশাও ওঁকার সাগরে ॥

—●—

নাচত শ্যাম সুন্দর মোর — হৃদয়ানন্দ কারী ॥
হস্তে মুরলী, চরণে নুপুর — কটিতে পীতাম্বর পর'।
বরণ শ্যাম তোমার — যোগীজন মনহারী ।
কহে এ দীন কাতর স্বরে — অন্তিমে দেখা দিও গো মোরে।
ভব তাপ জ্বালা যাবে দূরে — হেরি ও রূপ তোমারি ॥

—●—

## শিবরঞ্জনী / একতাল

আজি কে এলরে — ভুবন মোহন সাজে ॥
চরণে নুপুর শীরে শিখি পাখা — দাঁড়ায়ে রয়েছে হয়ে আঁকা বাঁকা।
মধুর বাঁশরী প্রাণ লয় হরি — এসহে শ্রীহরি হৃদয় মন্দিরে ।।
ওঁকার ধ্বনী বাঁশীতে তোলে — শুনে ওঁকার জগত ভোলে।
কাটে মায়াপাশ, জ্ঞান ভক্তি বলে — বিবেক বিচারে ।।

## মালকোষ / ত্রিতাল

আজি কপটতা ত্যজ শ্যাম ॥
দূর করে তব মোহিনী মায়া — প্রকৃত স্বরূপ ধরিয়া দাঁড়াও।
নিত্য শুদ্ধ সেতো, ত্রিগুণের অতীত — অবাঙমনস-গোচরম্ ॥
যোগীজন সদা ধ্যানানুরাগে — মায়াতীত রূপ দরশন মাগে।
তবকৃপা লভি যোগীজন লভে — নিত্য শান্তিময় ধাম ॥

—●—

## দরবারী কানেড়া / ত্রিতাল

হৃদি মন্দির দুয়ার খোল — যদি দেখবে তাঁরে মনে আশা ॥
ডাক তাঁরে দিনে রাতে — নয়ন ঝরুক ডাকার সাথে।
শয়নে স্বপনে জাগরনে তাঁরে — হৃদয়ে রাখ, আর, সকলি ভোল ॥

—●—

## দরবারী কানেড়া / ত্রিতাল

আজি, কে আছ ঘুমের ঘোরে ।
ওঠ জাগো ত্যজ তন্দ্রা জড়তা — চল চল আগে বেড়ে ॥
আগে বেড়ে চল সময় সংক্ষেপ — ধীর দৃঢ় পদে ফেল পদক্ষেপ।
কে জানে কখন অচন্তিতে — মৃত্যু আসিবে ঘিরে ॥
তমগুণ জাত তন্দ্রা জড়তা — নাশে হৃদয়ের নিরমলতা ।
নাশ তারে দৃঢ় করে — বিচার অসি ধরে ॥



## দরবারী কানেড়া / দাদ্‌রা

কেন গো তোমারে ডাকি — যদি দাও মোরে ফাঁকি।
কেঁদে কেঁদে মোর জীবন ফুরায় — তবু না ফেরালে আঁখি ॥
শুনেছিনু প্রভু তুমি দয়াময় — কাতরে ডাকিলে তব দয়া হয়।
আজি কেন তবে হও হে নিদয় — মম ডাক শোন নাকি ?

—●—

## মিশ্র সাহানা / তেওড়া

হৃদয় আমার আনন্দেরি — মধুর রসে ভরা।
কানায় কানায় ভরে গেছে — আনন্দেতে হারা ॥
কিছুই যে আর নাই চাহিবার — কিইবা অভাব চাইবো কি আর।
তুমি-ই আমি-ই তুমি — আমিতে আমি হারা ॥
খুলে দেখি হৃদয় দুয়ার — আনন্দ যে স্বরূপ আমার।
তবে কেন তুমি-আমি — দ্বৈত ভাবের ধারা ॥
বিশ্ব ভুবন যা কিছু হয় — আমা হতে ভিন্ন তো নয়।
সকলই আমি আমাতে সকল — আনন্দেরি ধারা—
শুধু আনন্দেরি ধারা ॥

—●—

## মালকোষ / তেওড়া

শান্ত মূরত সদাধ্যানরত — বাঘাম্বর পর ত্রিশূল করে—
হে যোগীবর কে তুমি — বল আমারে।
কেহ বলে তুমি ত্রিগুণের অতীত — কেহ বলে তব আছে দারা সুত।
পার্ব্বতী গৃহিনী গনেশাদি সুত — বাস কৈলাস শিখরে ॥
কেহ বলে তব শ্মশানেতে বাস — ভূতগণ সাথে করিছ উল্লাস।
কর জীবে ত্রাণ মহাযম ত্রাস — করি জ্ঞান দান সবারে ॥
শুনি মম কথা কয় যোগেশ্বর — এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড হয় মম ঘর।
প্রকৃতি গৃহিনী, জীব মাত্র সুত — বাস সবার অন্তরে ॥

## মিশ্র কাফি সিন্ধু / দাদ্‌রা

কেন, তোমার নাম নিতে, নয়নে বহেনা ধারা ॥
কেন, জাগেনা হৃদয়ে সাড়া — কেন, তোমার প্রেমেতে ডুবিয়া মজিয়া—
না হই তোমাতে হারা / কেন, ঘৃণা লজ্জা ভয় অভিমান ভুলি—
না নাচি পাগল পারা ॥
অনিত্য ধন, দারা সুত লাগি — ঝরিছে নয়ন সদা নিরবধি।
ভাবিনা কখন, কে মোর আপন — কে মোর নয়ন তারা ॥
ওগো চিরসাথী, ওগো প্রিয়তম — প্রেম বন্যা বহাও এ হৃদয়ে মম।
প্রেমবন্যা স্রোতে ডুবিয়া ভাসিয়া — হই যেন আমি হারা ॥

—●—

## ভীম পলশ্রী / জলদ ত্রিতাল বা কাফী

মিনতি করিহে প্রভু — ধরি চরণে।
এ অধম প্রতি চাও — করুনা নয়নে ॥
ডুবে যায় দিনমনি — তুমি তো অন্তরযামী।
দয়াকর দাও স্থান — তব চরণে ॥
তুমি যদি কর হেলা — এই অভাগায়।
কোথা আমি যাব বল — এই অবেলায় ॥
ডুবে যায় দিনমনি — আঁধারে না পথ চিনি।
যেন, শুনি তব পদধ্বনি — হৃদি কাননে ॥



## মিশ্র বারোয়া / আদ্ধা

মন আমার, বল বল হরিবোল — দূরে যাবে সবভবের গণ্ডগোল-
বল বল হরিবোল ॥
কামনা বাসনা রিপুর তাড়না — শমন যাতনা রবে না, রবেনা।
দূরে যাবে সব মনের বেদনা — আনন্দ সাগরে খাবে তুমি দোল ॥
ওঁকারানন্দ ত্যজিয়াদ্বন্দ — হরিগুণ গায় পরমানন্দ।
তার, পশে নাহি কানে — ভবের কোলাহল — বল বল হরিবোল ॥

—●—

## মিশ্র সুর / কাফী

হরি-হর, রাম-কৃষ্ণ, ব্রহ্মময়ী নাম জপরে মন ॥
ছাড়রে মন কপট চাতুরী — হৃদয়ে ধ্যান ধর, মুখে বল হরি।
নামে পাপ নাশে, প্রান ভরে ভক্তিরসে — অধর্মকুকর্ম ছাড়রে ॥
সর্ব্ব নাম সার, ব্রহ্মময়ী একাধার —ব্রহ্মময়ী নাম জপরে মন।
নাম ব্রহ্মময়ী মুক্তিপদ দায়িনী — ব্রহ্মময়ী নাম জপরে মন
ব্রহ্মময়ী নাম জপরে মন — ব্রহ্মময়ী নাম জপরে মন ॥

—●—

## ভৈরবী / কাফী (ঠুংরীচাল)

ভোরের পাখী গাহিল কি গান—
কি গান গাহিল পাখি — কিবা সুর তান ॥
কিবা তার ভাষা — আশা কি নিরাশা।
ভাষা· ভাষা সে সুর মোর — পরশিল প্রাণ ॥

যে আশা রেখেছিনু প্রাণে — গোপনে অতি যতনে।
সে আশার, আশার বাণী — শোনাল সে তান ॥
এস যদি প্রাণ চোরা — ওঁকারে দিও হে ধরা।
প্রাণে প্রাণে গাব মোরা — মিলনের গান ॥

—●—

## মিশ্রমুর/ দাদ্‌রা

(আজি) বসন্ত আগমনে — যে দিকে দু' আঁখি যায়।
ফুল সাজে সাজে পৃথী — ভ্রমরা গুঞ্জরায় ॥
ডালে ডালে ডাকে পাখী — দেখ দেখ বলি ডাকি।
বিভুর সৃজন একি — হেরিলে প্রাণ জুড়ায় ॥
এ হৃদি সাজিবে কবে — ভকতি ফাগুণ সাজে।
ঝরিবে আমার কবে — পাপ মতি সব পাতা ॥
আসিবে সেদিন তব — সে কথা তোমারে ক'ব।
কচিপাতা সম ধীরে — চলহ পূর্ণতায় ॥

—●—

## মিশ্রমুর / দাদ্‌রা

প্রভু, কি নামে তোমারে ডাকি -- কিরূপে তোমারে ভাবি ॥
কোথাও প্রকৃতি, কোথাও পুরুষ — কোথাও স্বরূপ কোথাও অরূপ।
কোথাও সনাম, কোথাও অনাম — তব রহস্য একি ? ॥
বেদ, বাইবেল, পুরাণ, কোরাণ — আল্লা, গড্, ঈশা, ভগবান
লোকে, বেদে নানা রূপ ও নাম — স্বরূপ তোমার কি ? ॥
দেখি নানা জনে নানা মত ভনে—সংশয় মেঘ উদিল এ মনে।
মেঘরাশি ধীরে ঘেরিল এ'চিত — ব্যাকুল করিল মোরে ॥
সদ্‌গুরু কৃপাবার্ত্তা প্রভাবে — মেঘরাশি দূরে পলাইল সবে।
বুঝিলাম আমি, এক তুমিস্বামী — স্বরূপ অরূপ সবই ॥



## মিশ্রমুর / দাদ্‌রা

তোমার করুণা প্রভু — বর্ণনা কি করা যায় ।
আকাশের কোটি তারা — তোমার গুণ গায় ॥
রবী, শশী, গ্রহ, তারা — তোমার আলোকে হারা ।
তোমার আলোক হ'তে — তাহারা আলোক পায় ॥
তোমার করুণা গাঁথা — করে সদা পাখী গান ।
শুনে তাহা প্রভু মোর -- নাচে আনন্দে প্রাণ ॥
জগতের যাহা সবই — তোমার আঁকা ছবি ।
ছবিতে না ভুলি যেন — স্থান দিও রাঙ্গা পায় ॥

—●—

## মিশ্রভৈরবী / দাদ্‌রা

চাইনা প্রভু সুখতব দ্বারে — বেদনা দিও আমারে ॥
শুনেছি আমি, মহাজন কাছে — সুখ যেথা আছে, দুঃখ সেথা আছে ।
সুখ-দুঃখ এই দ্বন্দ্বের অতীত — কর প্রভু কৃপা করে ॥
অন্তরযামী, কি কহিব আমি — সাধন-ভজন কিছু নাহি জানি ॥
শুধু কৃপা তব সম্বল মোর — আর কি কহি তোমারে ॥
ভকত জীবন সব দিতে পার — ভকতিটি শুধু হওয়া চাই গাঢ় ।
ভকতি বিহনে মিলেনা তোমারে — কহে এ দীন সবারে ॥

—●—

## মিশ্রমুর / দাদ্‌রা

অন্তরযামী তুমি নাকি প্রভু — অন্তরে মোর থাক—
তবে কেন হায় না পারি ধরিতে — অন্তরে মোরে রাখ ॥
কাম, ক্রোধ আর মোহ আবরণ — লোভ, মাৎসর্য্য, মদ, রিপুগণ—
তোমার স্বরূপ রেখেছে ঢাকিয়া — ভাস্করে মেঘ মত ॥
ঘুচাও আমার মোহ আবরণ — কৃপাকর প্রভু দাও দরশন—
ওঁকার হৃদে কর বিচরণ — অন্তরে রেখো নাকো ॥

## মিশ্রভৈরবী / দাদ্‌রা

তোমারে যদি বা ভুলে থাকি আমি — তুমি ভুলিও না মোরে ।।
সংসার তাপে সতত জ্বল্‌ছি আমি—
স্মরণ করিতে যদি নাহি পারি স্বামী ।
ক্ষনিকের তরে ভুলিও না মোরে — রেখো সদা মনে করে—
তুমি ভুলিও না মোরে ।
বাসনার স্রোতে টানিছে তরণী খানি—
ফেরাব কি ক'রে নাহি তাহা আমি জানি ।
আকুল পরাণে তোমারে ডাক্‌ছি আমি — বস এসে হাল ধরে—
তুমি ভুলিও না মোরে ।।

—●—

## মিশ্রভৈরবী / দাদ্‌রা

ভোরের আলোক রেখা — দিল পূবাকাশে দেখা ।
শোন শোন ঐ পাখীর কাকলী — ওঠ জাগো শ্যাম বাঁকা ।।
ফুলের মধু পানে রত — ভ্রমরা ভ্রমরী কত —
গুণগুণ রবে করে তারা গান — ওড়ে পাখী ত্যজি বৃক্ষ শাখা ।।
ফুল হাসে হেরি নবীন তপন — ত্যজে শয্যা সব নরনারীগন ।
বহিছে মধুর মন্দ পবন — মলিন হল চন্দ্র রাঁকা ।।
ওঁকার ধ্যান ধরে আনন্দে — শ্যাম সুন্দর চরণ বৃন্দে ।
রেখোনা তাহারা মোহ ঘুমে — কৃপাকর দাও দেখা ।।



## মিশ্র ভৈরবী / দাদ্‌রা

খেলা আমার সাঁঙ্গ হল — এবার আমায় নিয়ে চল—
তোমার সেই আনন্দ পুরে—
যেথায়, নাইকো সুখ, নাইকো দুঃখ — সুখ দুঃখের অতীত এক-
আনন্দ ঝরে — আমারে ।।
দ্বিত্ব যথায় দুঃখ তথায় — শান্তি সেথায় যেথায় এক ।
ঘুচিয়ে আমার দু'য়ের ধাঁধাঁ — তোমায় আমায় কর এক ।।
যেমন নানা দেশের নদী — বয়ে নানা পথ ধরে—
নাম রূপ সব হারায়ে,মিশে এসে এক সাগরে — আমারে ।।

—o—

## ভৈরবী / একতাল

এত করে ডেকে খুঁজে — কোথাও যে পেলাম না ।
আছে কি না, কে জানেতা — লোকে যাহাই বলুক না ।।
মূলা ধার হ'তে ধীরে — গেলাম আমি সহস্রারে ।
সেথাও না পেলাম তাঁরে— মনের ধাঁধাঁ গেল না ।।
শেষে একদিন নিরজনে — আপন মনে বসে ধ্যানে ।
পেলাম আমি আপনারে — আমি ভিন্ন কিছু না ।।

—o—

## মিশ্র সুর / দাদ্‌রা

আমি একটি পাখী — সদা মুক্ত খাঁচা হ'তে ।।
এ ডাল হ তে ও ডালে যাই — ফুলের মধু খেয়ে বেড়াই ।
মনের সুখে গান গেয়ে যাই — ভয় ভাবনা নাহি রাখি ।।
দেহ বুদ্ধি নামের খাঁচায় —বদ্ধ হ'য়ে ছিলাম সেথায় ।
জ্ঞান উদয়ে খাঁচা — ভেঙ্গে — মুক্তাকাশে বেড়াই সুখে ।।
নাইকো বদ্ধ-মুক্তি আমার — এসব কেবল যুক্তি ভাষার ।
তুমি দেখ তাই প্রশ্ন কর —আমি কিন্তু এক ভাবেই থাকি ।।

## ভজন / কাফী

প্রভু, যে জপে নাম তোমারি — পাপ তাপ সব যায় যে দূরে—
তোমার কৃপায় পাপহারী ॥
মহাপাপী ঐ জগাই মাধাই — নাম শরণে তারা তরে যায় /
মৃত্যুকালে স্মরি তব নাম — মহাপাপী অজামিল, তরে যায়—
তোমার কৃপায় পাপহারী ॥
জপি তব নাম দিবা-রাতি — তব চরণে এই মিনতি ।
অন্তকালে যেন ভুলি না তোমায় — তোমার কৃপায়—
বৃন্দাবন চারী ॥

—০—

## ভাঙ্গা কীর্ত্তনেরসুর / একতাল বা দাদ্‌রা

একবার, ডুব দেখি মন — আনন্দ সাগরে ।
নাইকো সেথায় দুঃখ জ্বালা — ত্রিতাপ জ্বালা রবে নারে ॥
সেথা যাবার আছে নানা পথ—
যে পথ ধরে যাবেতুমি — যাবে সেই সে আনন্দ সাগর পারে ॥
ওরে, ডুব্‌লে পরে সেই সাগরে — আসা যাওয়া রবে নারে—
আনন্দ স্বরূপ হবে — ডুব্‌লে পরে সেই সাগরে ॥

—০—

## রাম প্রসাদী সুর / দাদ্‌রা

মন তুমি আনন্দে থাক — আপন স্বভাব ভুল নাকো ॥
আনন্দ আনন্দ কেবল — আনন্দেতে ডুবে থাক—
তুমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত — আনন্দেতে সমাহিত ॥
সধর্ম মন্দ ও ভাল — পরধর্ম যমের মত—
তাই বলি মন বিনয় করে — সধর্ম হইওনা চ্যুত ॥



## রাম প্রসাদী সুর / দাদ্‌রা

ও মন, কার উপরে রাগ করিবে ॥
কেউ তো তোমার নয়রে আপন — সকলেই যে হয়রে পর ।
ওরে, অপর জনে রাগ করিলে — রাগ করা তোর বৃথা হবে ॥
ওরে, যে জন তোমার হয়রে আপন — তার উপরে রাগ কর মন ।
তবে জেনো ওমন আমার — রাগ করা তোর সফল হবে ॥

—০—

## ভৈরবী / দাদ্‌রা

জয় গুরু জয় গুরু বলে —ডাক্‌রে আমার মন /
গুরু বিনে শেষের দিনে — কে হবে আপন ॥
দারা সুত পরিজন — সকলই পর কেউনা আপন ।
কেহইনা তোর হবে সাথী — যখন এসে ধরবে শমন ॥
সাজে তারা নানা সাজে — ভব রঙ্গ মঞ্চ মাঝে /
রঙ্গ ভঙ্গ হলে পরে — আর তখন সে কারো নয় ॥
যাদের তুমি ভাব আপন — কেউ তো তোমার নয়রে আপন ।
চিনে নে তোর আপনার জন — সে যে গুরুর রাতুল চরণ ॥

—০—

## "ঙ" বিভাগ— মিশ্র ভাটিয়ালী ও বাউল সুরের গান-

পাগল যে ভাই সবাই জগতে—
নানা রংয়ের নানা পাগল — নানা রংয়ের ভাবেতে ॥
ধনের লাগি কেউবা পাগল — মানের লাগি কেউবা পাগল—
কেউ বা পাগল অভাবেতে ॥
নারীর লাগি কেউ বা পাগল — নারীর শোকে কেউ বা পাগল—
কেউ বা পাগল পুত্র শোকেতে ॥—

## ভজন / কাফী

প্রভু, যে জপে নাম তোমারি — পাপ তাপ সব যায় যে দূরে—
তোমার কৃপায় পাপহারী ।।
মহাপাপী ঐ জগাই মাধাই — নাম শরণে তারা তরে যায় ।
মৃত্যুকালে স্মরি তব নাম — মহাপাপী অজামিল, তরে যায়—
তোমার কৃপায় পাপহারী ।।
জপি তব নাম দিবা-রাতি — তব চরণে এই মিনতি ।
অন্তকালে যেন ভুলি না তোমায় — তোমার কৃপায়—
বৃন্দাবন চারী ।।

—0—

## ভাঙ্গা কীর্ত্তনেরসুর / একতাল বা দাদ্‌রা

একবার, ডুব দেখি মন — আনন্দ সাগরে ।
নাইকো সেথায় দুঃখ জ্বালা — ত্রিতাপ জ্বালা রবে নারে ।।
সেথা যাবার আছে নানা পথ—
যে পথ ধরে যাবেতুমি — যাবে সেই সে আনন্দ সাগর পারে ।।
ওরে, ডুব্‌লে পরে সেই সাগরে — আসা যাওয়া রবে নারে—
আনন্দ স্বরূপ হবে — ডুব্‌লে পরে সেই সাগরে ।।

—0—

## রাম প্রসাদী সুর / দাদ্‌রা

মন তুমি আনন্দে থাক — আপন স্বভাব ভুল নাকো ।।
আনন্দ আনন্দ কেবল — আনন্দেতে ডুবে থাক—
তুমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত — আনন্দেতে সমাহিত ।।
সধর্ম মন্দ ও ভাল — পরধর্ম যমের মত—
তাই বলি মন বিনয় করে — সধর্ম হইওনা চ্যুত ।।



## রাম প্রসাদী সুর / দাদ্‌রা

ও মন, কার উপরে রাগ করিবে ।।
কেউ তো তোমার নয়রে আপন — সকলেই যে হয়রে পর ।
ওরে, অপর জনে রাগ করিলে — রাগ করা তোর বৃথা হবে ।।
ওরে, যে জন তোমার হয়রে আপন — তার উপরে রাগ কর মন ।
তবে জেনো এমন আমার — রাগ করা তোর সফল হবে ।।

—0—

## ভৈরবী / দাদ্‌রা

জয় গুরু জয় গুরু বলে —ডাক্‌রে আমার মন ।
গুরু বিনে শেষের দিনে — কে হবে আপন ।।
দারা সুত পরিজন — সকলই পর কেউনা আপন ।
কেহনা তোর হবে সাথী — যখন এসে ধরবে শমন ।।
সাজে তারা নানা সাজে — ভব রঙ্গ মঞ্চ মাঝে ।
রঙ্গ ভঙ্গ হলে পরে — আর তখন সে কারো নয় ।।
যাদের তুমি ভাব আপন — কেউ তো তোমার নয়রে আপন ।
চিনে নে তোর আপনার জন — সে যে গুরুর রাতুল চরণ ।।

—0—

## "ঙ" বিভাগ— মিশ্র ভাটিয়ালী ও বাউল সুরের গান-

পাগল যে ভাই সবাই জগতে—
নানা রংয়ের নানা পাগল — নানা রংয়ের ভাবেতে ।।
ধনের লাগি কেউবা পাগল — মানের লাগি কেউবা পাগল—
কেউ বা পাগল অভাবেতে ।
নারীর লাগি কেউ বা পাগল — নারীর শোকে কেউ বা পাগল—
কেউ বা পাগল পুত্র শোকেতে ।।—

প্রেমের পাগল যে জনা হয় — আসল পাগল তাহারে কয়—
মত্ত হরি নাম গানেতে ॥
ওঁকার যে ভাই মত্ত পাগল — প্রেমানন্দে বাজায় বগল—
আনন্দেতে হরিহরি বল — যাবি গোলক ধামেতে ॥

আমার—মন পাগলে কি যে বলে — নাই তার ঠিকানা।
সেই—মনের সঙ্গে রংবেরংয়ের — ফোঁড়ন যোগায় ছয় জনা ॥
সেযে—চাঁদ ধরতে চায় হাত বাড়াইয়া — ঝুটা ধরে খাঁটি থুইয়া।
ও তা'র—সুধাফেইলা গরল খাইয়া — অমর হইতে বাসনা ॥
ওঁকার বলে, মনরে আমার — শোন একটি কথা।
কেন—কাঁধের উপর গামছা রাইখা — খোঁজ হেথা হোথা ॥
বাইরে খোঁজা ছাইরা রেমন — খোঁজরে অন্তর আপন।
হেথায় আছে পরমধন — পাইতে কর বাসনা ॥

—০—

আমার দুঃখের কথা বলব কার কাছে।
গুরু—তুমি বিনে ত্রিভুবনে আর আমার কে আছে ॥
গুরু—ত্রিতাপ জ্বালায় জ্বইলা মরি—
সে তাপ বাড়ায় ইন্ধন ধরি (গুরু) কাম ক্রোধ অরি।
এখন, উপায় হারা হইয়া গুরু—শরণ লই তোমার পাশে ॥
গুরুই মাতা গুরুই পিতা—গুরুই যে জগত ত্রাতা—
ঐকথা কি জান্‌তাম আগে—জানিলাম পরে ॥
আগে যদি জান্‌তাম গুরু—ভজিতাম পদ কল্পতরু।
গুরুপদ কল্পতরু—সব সুখ সেথায় আছে—
ওঁকার বলে—সব সুখ সেথায় আছে ॥



অজ্ঞান তিমির নাশ কর গুরু — জ্ঞানাঞ্জণ দাও নয়নেতে।
জ্ঞান চক্ষু খুলে দাও গুরু — প্রণাম তোমার চরণেতে ॥
গুরু ব্রহ্মা-বিষ্ণু, গুরু-মহেশ্বর — গুরু সর্ব্বব্যাপী-বিশ্বচরাচর।
গুরু পরব্রহ্ম, একমাত্র ধর্ম্ম — প্রণাম শ্রীগুরু চরণেতে ॥
ধ্যানের মূলে শ্রীগুরু মূরতি — পূজার মূলে শ্রীগুরু চরণ।
গুরু বাক্যই মন্ত্র সর্ব্বশাস্ত্র ক'ন — পরামুক্তি গুরু কৃপাতে ॥
ব্রহ্মানন্দ লভি শ্রীগুরু কৃপাতে — হ'বে যদি ধন্য এ নর জগতে।
ভজ তাঁরে সদা প্রণব রূপেতে — মন প্রাণ ঢালি চরণেতে ॥

—•—

পাগল মন আমার — গুরু চরণ কর তুমি সার।
আর যা কিছু চাওয়া-পাওয়া, সকলই অনিত্য অসার ॥
কি নিয়া-ই আস্‌লে ভবে — কি নিয়া-ই বা ফিরে যাবে—
পাপ-পুন্য ছাড়া তোমার — সঙ্গে কিছু যাবেনা আর ॥
যাঁরি জন্য ভবে এলে — তাঁরি কথা রইলে, ভুলে —
মিথ্যা মায়া-মোহে ভুলে — দুঃখ ভোগ অনিবার ॥
শোনরে ওঁকারের বচন — থাক্‌তে সময় ধর সাধন—
কখন যে হয় শরীর পতন — কে জানে ঠিকানা তার ॥

—০—

চোখ থাকিতে অন্ধ হইলি—
ওরে, এত কইরা বুঝাইল গুরু — বুঝিয়াও না বুঝিলি ॥
ওরে, এত কইরা বুঝাইল গুরু — চক্ষে আঙ্গুল দিয়া—
তবুও তুই বুঝলি না মন — পড়লি মোহেরগর্ত্তে যাইয়া ॥
ওরে, এত ভালবাস্‌ল গুরু — কৃপাসিন্ধু, কল্পতরু—
দিল তোরে স্বর্গের সুধা — সুধা ফেইলা গরল নিলি ॥
ওঁকার বলে, শোনরে মন — অন্ধ চক্ষুধারী—
গুরু বাক্য মতে চল — অভিমানে দাও বলি ॥

ওরে, ভুলের ফসল কাট্‌তে এ'লি ভবে—
ও তোর, ভুলে ভুলে জনম গেল — শোধন হবে কবে॥
শিশুকালে রইলি ভুলে — জননীর ঐ স্নেহ কোলে—
ও তোর, যৌবন গেল ভুলে ভুলে — বৃদ্ধ হইলি এবে।
বৃদ্ধকালে বসে দাওয়ায় — কর কেবল হায় হায়-হায় হায়—
আমার জীবন গেল হেলায় খেলায় — এখন উপায় কি যে হবে॥
ওঁকার বলে, শোনরে মন — বৃথা গোয়াইওনা জীবন—
থাক্‌তে সময় কর সাধন — শুদ্ধ ফসল পাবে॥

—০—

তিন সুরে বাঁধা প্রণব নামটি — দিবা নিশি জপ যতনে।
অ-উ আর ম বীজ যাঁর — সৃষ্টি স্থিতি-লয় যেখানে॥
বেদ-ব্রহ্মাণ্ড যাহা কিছু দেখ — সবার মূলে সেই তিনি এক।
বেদ বলে - নেহ নানাস্তি কিঞ্চন — এক যন্ত্র তিন সুর ভনে॥
রজ্জু-সর্পবৎ জগত প্রকাশ — জ্ঞান উদয়ে হয় তা'র নাশ।
প্রণব জপেতে হয় মায়া নাশ — তিনি মায়াধীশ বেদ ভনে॥
জাগ্রত-স্বপ্ন আর সুষুপ্তি — ব্রহ্মা-বিষ্ণু আর রুদ্র গ্রন্থি।
ভেদ করি চল আপন স্বরূপে — সেইত প্রণব সবে জানে॥
যিনি প্রণব - তিনিই ওঁকার — তিনিই গতি হন সবাকার।
বাক্য-মন-প্রাণ সবে একাকার — হয় যেরে ভাই সেই খানে॥



বিন্ সাধনে হয় নারে কৃপা — গুরু মোরে কয়।
সাধন ভজন কর্‌লে তবেই — তাঁরি কৃপা হয়॥
যদি-সিনান করলে তাঁরে পেতাম তবে—
জলের ভিতর সদাই রইতাম যেমন — জলজন্তু রয়॥
যদি-দুধ-ফল খেলে তাঁরে মিলে তবে—
ক্ষতি কি বাছুর বাঁদর হ'লে — ওঁকার বলে পলে পলে—
তাঁরে স্মরণ কর্‌তে হয়।
মন-প্রাণ শুদ্ধ হলে — তবেই তাঁহার দর্শন মিলে যেমন—
স্বচ্ছ নির্ম্মল দর্পণে প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়॥

—•—

একাদশী করবে মন তা'র — অর্থ জান কি?
একাদশী দিনে তোমার কেবল — ভোজনের পরিপাটি॥
ময়েম দেওয়া ঘিয়ের লুচি, আর — বুটের ডা'লে নারকেল কুচি—
মোহন ভোগ আর সন্দেশ খেলেই — একাদশী হয় কি?॥
একাদশ ইন্দ্রিয় মন — নিরোধে তার কর যতন।
তারে রাখ উপবাসী — পাপ চিন্তা নিরেধি॥
ওঁকার করে একাদশী সেই — একদশীর পাশে বসি।
উপবাস মানে পাশে বসা — সে কথা ভেবেছ কি?॥